পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর সারংক্ষেপ

ক্রঃনং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়েল তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্ত শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১	১	১	-	-	-	-	-	-

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০১

২। সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকালঃ প্রকৃত ব্যয়ঃ ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকালঃ ডিসেম্বর, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৩।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ প্রকল্পটি মঙ্গাপীড়িত এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। মূল প্রকল্পের আওতায় ৩টি জেলার ২৪টি উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়নের স্থলে ২টি নতুন জেলার (লালমনিরহাট, নীলফামারী) ১১টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করে নতুনভাবে ১০৫টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে, ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় ১৫৩টি ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ২৫% কে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়।

৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্প পর্যালোচনা চলাকালে যে সকল পর্যবেক্ষণ এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।	ক) পরবর্তী পর্যায়ে এ প্রকৃতির নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এর Sustainability পরিষ্কারভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে; খ) গ্রাম ভিত্তিক নির্দিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণদল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে উপকারভোগী উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রয়াস সম্ভব হবে এবং Backward- Forward linkage প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে; গ) প্রকল্পের প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রকে প্রতিবেদনের ১২.০১ এবং ১২.০৬ এর পর্যবেক্ষণের আলোকে স্থায়ীরূপ দেয়া যায় এবং পরবর্তীতে একই আদলে আরো আঞ্চলিক বিক্রয় কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে; ঘ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে সফলতার ভিত্তিতে গ্রেডিং করে রিফ্রেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঙ) শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী, আন্তরিক ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকালীন বা শেষে incentive এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ inactive প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০% হতে পারে; চ) যেহেতু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দল/সমিতি/ ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি করা হয় তাই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে নৈতিকতা শিক্ষার অধ্যায় যুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরার্থপরতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার গুণাবলি বৃদ্ধি পায়; ছ) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে হিসাব রক্ষণ, ব্যবসা কৌশল এবং লিডারশিপ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে;

	জ) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন; ঝ) প্রকল্প চলাকালীন এবং এর পূর্ববর্তী প্রকল্পে প্রশিক্ষণলব্ধ উদ্যোক্তাদের সফলতার ভিত্তিতে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও ঋণগ্রহীতাকে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মনিটর করার জন্য সফট্ওয়ার তৈরি করা যেতে পারে; ঞ) প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা সফল হতে পারেননি তার কারণ বের করে পরবর্তী পর্যায়ে তা কাজে লাগানো যেতে পারে; ট) উন্নত ও যথার্থ ডিজাইন এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিজাইনার নিয়োগ করা যেতে পারে এবং চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজাইন সংগ্রহ করা যেতে পারে; ঠ) প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রের ম্যানেজার এর বেতন কাঠামো বৃদ্ধি অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে হলেও উপযুক্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী প্রকল্পের নিয়োগ দেয়া সমীচীন হবে।

"উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)"

সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

জুন, ২০১৩

১। **প্রকল্পের নাম** : "উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)"

২। **প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

৫। প্রকল্প এলাকা :

জেলা	উপজেলা
রংপুর	গঙ্গাচড়া, মিঠাপুকুর, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ, রংপুর সদর
কুড়িগ্রাম	চিলমারী, ভুরুঙ্গামারী, উলিপুর, রাজীবপুর, ফুলবাড়ী, রৌমারি, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী
গাইবান্ধা	ফুলছড়ি, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ী, সুন্দরগঞ্জ, সাদুল্লাপুর,গাইবান্ধা সদর
নীলফামারী	ডিমলা, ডোমার, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ, সৈয়দপুর, নীলফামারী সদর
লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ, পাটগ্রাম, আদিতমারী, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট সদর

৪। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** :

৪.১। **পটভূমি** :

দারিদ্র্য বাংলাদেশের একটি বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে এরূপ দারিদ্র্যের গড় হার ৫৫% এর উর্ধ্বে এবং গ্রামীণ অঞ্চলের ২৩% পরিবারকে অতিদরিদ্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আগ্রাসী তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র নদের অবস্থান এবং উত্তরে হিমালয় এ অঞ্চলের ভূমন্ডলকে এক বিচিত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বন্যা ও নদীভাঙ্গনে বাস্তুচ্যুতি, কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়া, অনাবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি, গবাদিপশু বিনষ্ট, প্রতি বছর বন্যায় পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব, বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্র এলাকার একটি সাধারণ চিত্র। ফলশ্রুতিতে চড়া সুদে মহাজনী ঋণ, খাদ্যশস্য অগ্রিম বিক্রি, ৫০ঃ৫০ বর্গাপ্রথা, কম মজুরী, অগ্রীম শ্রম বিক্রি, কর্মহীনতা, দরিদ্র শ্রেণীকে আরো দারিদ্র্যাবস্থায় ঠেলে দিচ্ছে। ফলে কর্মহীনতার কারণে দরিদ্র শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা দারুণভাবে কমে যাচ্ছে। বৎসরের সেপ্টেম্বর- নভেম্বর ৩ (তিন) মাস ক্রয় ক্ষমতার অভাবে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী বর্ণনাতীত কষ্টে জীবন যাপন করে থাকে। এ অবস্থায় উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বকর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ''উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি'' শিরোনামে প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

৪.২। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** : উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার অতিদরিদ্র সহায়সম্বলহীন মহিলা ও পুরুষদেরকে হাতে কলমে ট্রেডভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান, আয়বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য নিরসন ;
- ট্রেডভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌসুমী বেকারত্ব দূরীকরণ ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দরিদ্র উৎপাদনকারীদের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান এবং
- দেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পিছিয়ে থাকা আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্য নিরসন।

৭। বাস্তবায়নকালঃ :

(ক) মূল : জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১০

(খ) সংশোধিত : জুলাই, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৩

প্রকৃত : ডিসেম্বর, ২০০৭ থেকে জুন, ২০১৩

৮। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	আরপিএ
(ক) মূলঃ	২৪৭৮.৪৩	২৪৭৮.৪৩	-	-
(খ) সংশোধিতঃ (প্রস্তাবিত)	৪৬৪৬.৯১	৪৬৪৬.৯১	-	-

৮। প্রকল্পের অর্থায়ন : ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা (জিওবি)

৯। **অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি (সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী)ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		অব্যয়িত /অসম্পন্ন মন্তব্য	
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)		
জনবল	জন	৩৬২.৮৮	৮২	৩২৬.৮৯	৮২	-৩৫.৯৯	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৩২৮৫.০০	২৮৫১২	৩২০৭.৬৩	২৮৬৩১	-৭৭.৩৭	+১১৯
সরবরাহ ও সেবা	থোক	৭৬.৪৬	-	৭২.৫৭	-	-৩.৮৯	
মেরামত	থোক	৮.৫০		৮.৫০			
ক্রয়	সংখ্যা	১৯৯.২৯	১৯২	১৯৯.০২	১৯১	-০.২৭	-১
নির্মাণ	সংখ্যা	১৫৭.৪৬	১৮	১৫৩.০৬	১৮	-৪.৪০	-
প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা	৫০.০০	১	৫০.০০	১		
বিবিধ	থোক	৭.৩১	-	৭.৩২	-	+০.০১	
Dev. Cash Credit	সংখ্যা	৫০০.০০	৭০০০	৪৯৯.৫৭	৫০৬৫	-০.৪৩	
মোট		**৪৬৪৬.৯১**	**৩৫৮০৫**	**৪৫২৪.৫৬**	**৩৩৯৮৮**	**১২২.৩৫**	সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

১০। প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্পটি গত ০৭/০৫/২০০৭ ইং তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ০৪/১০/২০১১ তারিখে প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৬৮.৪৮ লক্ষ টাকা (৮৭.৪৯%) এবং ০৩ বছর (৭৩.৩৭%) মেয়াদ বৃদ্ধি করে সংশোধন করা হয়। অর্থাৎ আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি ৮৭.৪৯% এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ৭৩.৩৭%।

১১। প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ প্রকল্পটি মঞ্জাপীড়িত এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছিল। মূল প্রকল্পের আওতায় ৩টি জেলার ২৪টি উপজেলার ৪৮টি ইউনিয়নের স্থলে ২টি নতুন জেলার (লালমনিরহাট, নীলফামারী) ১১টি উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে নতুনভাবে ১০৫টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়। ফলে, ৫টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় ১৫৩টি ইউনিয়নে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ২৫% কে ঋণ সহায়তা দিয়ে তাঁদের দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে প্রকল্পের সংশোধন করা হয়।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী এবং বেতন স্কেল	সার্বক্ষণিক	পার্ট টাইম	এক প্রকল্পের অতিরিক্ত দায়িত্ব	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী	
(১)	*(২)*	*(৩)*	*(৪)*	*(৫)*	*(৬)*	*(৭)*
আমজাদ হোসেন যুগ্ম-পরিচালক ১৮৫০০-২৯৭০০/-	-	হ্যাঁ	হ্যাঁ	০১.০৭.২০০৭	৩০.১২.২০০৮	অতিরিক্ত দায়িত্বে
এটিএম আবদুল্লাহ খান উপ-পরিচালক/যুগ্ম-পরিচালক ১৮৫০০-২৯৭০০/-	-	হ্যাঁ	হ্যাঁ	৩১.১২.২০০৮	৩০.০৬.২০১১	অতিরিক্ত দায়িত্বে
মোঃ ফিরোজার রহমান উপ-পরিচালক ২২৫০০-৩১২৫০/-	হ্যাঁ	না	না	১৬.১১.২০১১	৩০.০৬.২০১৩	পূর্ণকালীন

১১। প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমঃ উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন, ঋণ প্রদান ও আদায়, ১৮টি উপজেলা প্রশিক্ষণ কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ, বিভাগীয় শহরে ১টি প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন।

১৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহঃ

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করা।	উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্থানীয় চাহিদা, উপযোগিতা ও আগ্রহ ভিত্তিক মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক নিবিড় প্রশিক্ষণের জন্য ২৮,৬৩১ জন দরিদ্রকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯০% অর্থাৎ ২৫,৬২৯ জন অসহায়, নিঃস্ব দরিদ্র মহিলা। প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত ট্রেড সমূহঃ- ১) তাঁত/সতরঞ্জি বুনন ; (২) টেইলরিং ; (৩) এমব্রয়ডারি ; (৪) পাটজাত পণ্য তৈরি ; (৫) গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং বাটিক/বুটিক; (৬) গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান ; (৭) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড কম্পিউটার ;
উৎপাদনমূখী নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্যপ্রবণ ৩৫টি উপজেলার দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি।	সুফলভোগীদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে তাঁদের পরিবারের সদস্যরা দিনে কমপক্ষে দুইবার খাদ্য গ্রহণ করছেন। স্থানীয়ভাবে পরিচিত 'মঙ্গা' শব্দটি বর্তমানে নেই। ৩৫টি উপজেলার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুফলভোগীর ২৮,৬৩১ টি পরিবারে প্রায় সকলের কর্মদক্ষতা এবং দৈনিক মজুরী হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্রয়ক্ষমতা কিছুটা বেড়েছে।
বাছাইকৃত সুফলভোগীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় ২৮,৫১২ জন সুফলভোগীকে ট্রেডভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮,৬৩১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাচে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬০ দিন। প্রতি উপজেলায় ৪ জন দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৪টি ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যামে খাদ্য গ্রহণ ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি।	প্রশিক্ষিত এসব জনশক্তি আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান পেয়েছেন। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২৪,৯৪৫ জন সুফলভোগীর উপর একটি জরীপে পাওয়া তথ্যে ৬,৮৭৩ জন প্রশিক্ষণের পর পরেই উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থানে জড়িত হয়েছেন। এ হার ২৭.৫৫%। তন্মধ্যে বিধবা-৬০ জন (১%), স্বামী পরিত্যাক্তা- ১৫৩ জন (২.২২%), স্বামী গৃহত্যাগী- ৬০ জন (১%), এতিম, সংখ্যালঘু, বাস্তুহারা-৫২৬ জন (৮%), অন্যান্য- ১০৬৯ জন (১৫.৫৫%)। প্রকল্প শেষে প্রায় ১৭,১৮২ জন উৎপাদনমূখী আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে জড়িত হয়েছেন। এভাবে এসব সুফলভোগীদের মূলধন ও বিনিয়োগ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অনেকেই স্থানীয়ভাবে জমি বর্গা নিয়ে এবং নিজের বাস্তভিটায় উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে ব্যাপৃত হচ্ছেন।
স্থানীয় সম্পদ ও জনশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	প্রকল্পের ট্রেডভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২৮,৬৩১ জন দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে তারা সচেষ্ট। মোবাইল মেকানিক এবং গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে প্রশিক্ষিতরা স্থানীয়ভাবে আয় উপার্জন করে ভালোভাবে জীবিকায়নের পথ খুঁজে পেয়েছেন। একইভাবে টেইলরিং, এব্রয়ডারি, বাটিক-বুটিক প্রিন্ট ট্রেডে প্রশিক্ষিতরা বাড়িতেই স্থানীয়ভাবে উপার্জন করছেন। তাঁদের পরিবারে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার , স্যানিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যালয়গামী সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এভাবে প্রকল্পভুক্ত ২৮,৬৩১ টি পরিবারে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে এবং উত্তরোত্তর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশিক্ষিত সুফলভোগীদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র সৃজনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান	ট্রেডভিত্তিক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সন্দেহাতীতভাবে সুফলভোগীদের জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এদের অনেকেই শতরঞ্চি, শাড়ি, গামছা, লুঙ্গি তৈরি করছে। অনেকেই মহিলাদের পোষাক, পাঞ্জাবি, সোফামেট, ডাইনিং টেবিলমেট ইত্যাদিতে এম্বব্রয়ডারির কাজ করছে। মোবাইল মেকানিক এবং গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান গ্রাম ও স্থানীয় বাজারে কাজ করে উপার্জন করছে। বাটিক বুটিক প্রিন্টের মাধ্যমে নিজ গ্রাম ও প্রতিবেশীদের জামা কাপড়ে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান ও উপার্জন হচ্ছে। এমনিভাবে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত ২৮,৬৩১ জন সদস্য ও তাদের পরিবার পরিজন নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রে জীবিকায়নের পথ পাচ্ছে।
বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারনের জন্য অনানুষ্ঠানিক দল গঠন।	প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য প্রশিক্ষিত সুফলভোগীদের নিয়ে অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করা। এর মাধ্যামে তাদের সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া উৎপাদনমূখী কাজে প্রকল্প ঋণ গ্রহণ, সঞ্চয় জমার মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি গঠন এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে লিংকেজ সৃষ্টি দল গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে ৩৭৩টি দল গঠন করা হয়েছে এবং ৪৫৮টি দল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।
প্রশিক্ষিত উৎপাদনকারীদের ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ ও মার্কেটিং লিংকেজ সুবিধা প্রদানের জন্য রংপুর বিভাগীয় শহরে ১টি ‘প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র’ স্থাপন।	প্রশিক্ষিত উৎপাদনকারীদের ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ ও মার্কেটিং লিংকেজ সুবিধা প্রদানের জন্য রংপুর বিভাগীয় শহরে ভাড়াভিত্তিতে ১টি ‘প্রদর্শনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র’ স্থাপন করা হয়েছে। রংপুর শহরে ১টি স্থায়ী ‘প্রদশনী কাম বিক্রয়কেন্দ্র’ স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে ১০ শতক জমি বরাদ্দের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন। ২য় পর্যায়ের প্রকল্প প্রস্তাবে ১টি স্থায়ী প্রদশর্নী কাম বিক্রয়কেন্দ্র’ স্থাপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিক্রয়কেন্দ্রটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত দরিদ্র উৎপাদনকারীদের পণ্য বাজারজাতকরণে ও মার্কেটিং লিংকেজ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। উৎপাদনকারীরা এখান থেকে ন্যায্য মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহ পান। এমনিভাবে এ কেন্দ্রটি ভবিষ্যতে প্রকল্পের টেকসই উন্নয়নের জন্য সকল সুফলভোগীদের কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করতে পারে।
প্রশিক্ষিত ও উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রশিক্ষণোত্তর মূলধন হিসেবে ঋণ ও সম্পদ সহায়তা প্রদান।	প্রশিক্ষিত ও উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রশিক্ষণোত্তর মূলধন হিসেবে ঋণ ও সম্পদ সহায়তা খাতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। মোট সুবিধাভোগীর ২৫% অর্থাৎ প্রায় ৭০০০ জনকে গড়ে ৭১৪২.০০ টাকা ঋণ সুবিধা দেয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু বাস্তব চাহিদা বিবেচনা করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সভাপতিত্বে গঠিত ঋণ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৭০০০/- থেকে ২০,০০০/- টাকা জনপ্রতি ঋণসীমার ভিতর গড়ে ৯,৮৭১ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ফলে নির্ধারিত ৭০০০ সদস্যের চেয়ে কম সংখ্যক ঋণ সুবিধা পেয়েছে। এ পর্যন্ত ৫০৬৫ জনকে এ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯৩৫ জনকে আবর্তক তহবিল হতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ ঋণ অসহায় দরিদ্র উৎপাদনকারীদের পুঁজির অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

১২। **<u>বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন ও পরিদর্শিত এলাকা পর্যবেক্ষণঃ</u>** বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়িত “উওরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)” প্রকল্পের সমাপ্ত কার্মক্রম মূল্যায়নের জন্য গত ০১/০২/২০১৪ এবং ০২/০২/২০১৪ তারিখ গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপজেলা এবং রংপুর জেলার বদরগঞ্জ ও সদর উপজেলা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিভিন্ন উপকারভোগীর সাথে কথা হয় এবং তাঁদের উৎপাদন কেন্দ্র ও উৎপাদিত পণ্য দেখা হয়। নিম্নে কিছু উপকারভোগীর সাথে আলোচনার সময় প্রকল্প থেকে তাঁদের প্রাপ্ত সহায়তা এবং বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হ’লঃ

১২.০১। মহব্বতপুর তুলসীপাড়া মহিলা দল, কামরদহ ইউনিয়নগাইবান্ধাঃ -জেলা ,গোবিন্দগঞ্জ-উপজেলা , এদলের দলনেতা মিসেস শাহানাসহ অন্যদের সাথে কথা হয়। তাঁরা জানান যে, ২০১১ সালে তাঁরা ৬০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রতিদিন ১৫০.০০ টাকা হিসাবে মোট ৯০০০.০০ টাকা ভাতা পেয়েছেন। এ টাকা হতে ৬০০০.০০ টাকা নগদ বাকী ৩০০০.০০ টাকার সম্পদ (সেলাই মেশিন) সহায়তা পেয়েছেন। এসকল উপকারভোগীরা প্রথমবার প্রকল্প থেকে ৫০০০.০০ থেকে ১২০০০.০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং ব্যবসায় (বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ : বুটিক, বটিক, এম্ব্রয়ডারি, বিভিন্ন ধরণের হাতের ব্যাগ, পাটজাত পণ্য) বিনিয়োগ করে আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করছেন এবং এভাবে কয়েকবার ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধের মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব পুঁজি গঠন করছেন ও সংসারে সহায়তা দিচ্ছেন। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ শতভাগ বলে জানিয়েছেন ঋণ গ্রহীতারা।

পর্যবেক্ষণঃ এসব উপকারভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, তাঁরা শুধু উপকরণ বাবদ ব্যয় কে বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁরা নিজের শ্রমঘন্টাকে বিনিয়োগ ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করেন না। দিনে ৩০০.০০ পারিশ্রমিক হিসেব করে দেখা যায় তাঁদের উৎপাদিত পণ্য থেকে প্রাপ্ত আয় দৈনিক পারিশ্রমিকের সমান বা তার চেয়ে কম। এ বিষয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন যে, তাঁরা পরিবারের বিভিন্ন কাজের ফাঁকে এসকল কাজ করে থাকেন। ফলে যা আয় হয় তা তাঁদের অনেক উপকারে আসে। তাঁরা মনে করেন এরফলে তাঁদের সংসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং এই আয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট। হিসাব সংরক্ষণে তাঁদের বিশেষ দুর্বলতা এবং অসচেতনতা দেখা গেছে। প্রশিক্ষণের ভিতর হিসাব রক্ষণ এবং ব্যবসা কৌশল বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে । এসকল উপকারভোগীদের একই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বসবাস করেন। ফলে দলটি প্রশিক্ষণ গ্রহণকালীন দল হলেও প্রশিক্ষণ পরবর্তী কালে তাঁরা পৃথকভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন এবং বিপণনে সমন্বিত প্রয়াস দেখা যায়নি। প্রশিক্ষণের সময় একটি গ্রামকে সুবিধা অনুয়ায়ী নির্দিষ্ট Trade এর জন্য নির্বাচন করে দল গড়া যেতে পারে। এতে প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে তাঁরা সমন্বিত প্রয়াস রাখতে পারবেন এবং Backward and forward linkage (যেমন: কোন NGO'র সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া বা নিজেরা উপকরণ সংগ্রহ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন করা) প্রতিষ্ঠা করা সহজ এবং কার্যকর হবে। প্রথম পর্যায়ের উপকারভোগী উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাদের প্রাথমিক পর্যায়ের সফলতা এসেছে তাদের আরেকটু আর্থিক ও সাংগঠনিক সহায়তা প্রদান করে প্রাথমিক পর্যায়ের গ্রাজুয়েট থেকে পরবতী পর্যায়ে গ্রাজুয়েট করার বিষয়টি ভাবা যেতে পারে ।

১২.০২। শাহজাদী, বিলকিস, আঞ্জুআরা, শেফালী, গ্রাম: বদলগাড়ি, গোবিন্দগঞ্জঃ এরা বিভিন্ন উদ্যোক্তার বিভিন্ন কাজ যেমন এম্ব্রয়ডারি,পাটজাত পণ্য প্রস্তুত করা, জায়নামাজ তৈরী করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রম দিয়ে থাকেন। উদ্যোক্তা এক্ষেত্রে উৎপাদন উপকরণ এবং ডিজাইন সরবরাহ করে থাকেন। তাঁরা শ্রম বাবদ উৎপাদিত পণ্যের জন্য অর্থ পেয়ে থাকেন। এতে তাঁরা মাসে গড়ে ২০০০.০০ টাকা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। তাঁরা কেন নিজেরা দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রি করেন না জানতে চাইলে বলেন যে, উপকরণ সংগ্রহ এবং বিপণন তাঁদের জন্য বড় সমস্যা।

পর্যবেক্ষণঃ প্রকল্পের Backward and Forward linkage সৃষ্টি করার জন্য প্রকল্পের আওতায় রংপুর শহরে একটি বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাভোগীদের সাথে কার্যকর সম্পর্ক তৈরী করতে পুরোপুরি সক্ষম হয়নি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের বিপণন কেন্দ্রের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং অর্জিত আয় সদস্যদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা হলে প্রতিষ্ঠানটিকে তাঁরা নিজেদের হিসেবে ভাববেন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যেক্তারা তাদের পণ্য উপকরণ সংগ্রহ এবং বিপণনে কেন্দ্রের সাথে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হবেন বলে মনে হয়েছে।

১২.০৩। মোসাম্মৎ আর্জিনা বেগম, গ্রাম- নয়নপুর, ইউনিয়ন- জামালপুর, উপজেলা- সাদুল্লাপুর, জেলা- গাইবান্ধাঃ একজন স্বামী পরিত্যক্তা, দুই সন্তানের (একছেলে, একমেয়ে) জননী। প্রকল্প থেকে ২০১১ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রকল্প থেকে ১২০০০.০০ টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজের পুঁজি একত্র করে সাদুল্লাপুর বাজারে টেলারিং দোকান এবং একটি বিউটি পার্লার দিয়েছেন। প্রকল্পে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তিনজন মেয়েকে নিয়োগ দিয়েছেন। রাতে কাপড় কেটে দিনের বেলায় নিয়োগপ্রাপ্তদের দিয়ে সেলাই করান এবং তিনি নিজে পাশে একটি বিউটি পার্লার পরিচালনা করেন। এতে তাঁর মাসিক ২০০০০.০০ থেকে ২২০০০.০০ টাকা আয় হয়। তাঁর বড় সন্তান ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী। আর্জিনা বেগমকে দেখে মনে

হয়েছে সামান্য আর্থিক সহায়তাও প্রশিক্ষণ, উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহার সাথে সম্পৃক্ত করে বৃহত্তর কিছু করা সম্ভব।

১২.০৪। মহিলা বেগম, গ্রাম:রংপুর ,বদরগঞ্জ ,পাঠানপাড়া ,রাধানগর , জুন ২০১৩ তে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বামীর সহায়তায় ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁর ব্যবসা কেন্দ্রে বর্তমানে ৬টি সেলাই মেশিন আছে এবং ৬ জন মহিলা সেলাইয়ের কাজ করেন। এসকল মহিলাকে তিনি প্রশিক্ষণ দিয়ে সেলাই কাজ শিখিয়েছেন। প্রতিজন দৈনিক ৮/১০ টি ব্যাগ সেলাই করতে পারেন। তাঁর স্বামী ঢাকা থেকে উৎপাদন উপকরণ সংগ্রহ করেন। মাসে ৭০০/৮০০ ব্যাগ তারাগঞ্জ, বদগরগঞ্জ, সৈয়দপুরে সরবরাহ দিয়ে থাকেন। প্রতি ব্যাগের উৎপাদন ব্যয় ৮০/৯০ টাকা এবং বিক্রয় করেন ১১০/১২০ টাকা। এতে ব্যাগ প্রতি ৩০/৪০ টাকা হিসেবে মাসে ২১০০০.০০ টাকার বেশি লাভ হয়। উন্নত ডিজাইন পেলে এবং সেলাই এর মান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে আরো উন্নতি করার সম্ভাবনা রয়েছে।

১২.০৫। শাহানা বেগম, গ্রাম- চেংমারি, মধুপুর বদরগঞ্জ, রংপুর: ২০০৯ সালে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বামীর সহায়তায় ব্যবসা পরিচালনা করছেন। প্রকল্প থেকে কয়েক ধাপে ঋণ নিয়ে বর্তমানে এক লক্ষ টাকা পুঁজির ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তার ব্যবসা কেন্দ্রে ৭ জন মহিলা কর্মচারি ব্যাগ প্রতি ১০.০০ টাকা পারিশ্রমিকে কাজ করছেন। প্রতিমাসে ২০০০০.০০/২৫০০০.০০ (বিশ/পঁচিশ হাজার) টাকার মত লাভ করছেন।
তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সফল হয়েছেন।

চিত্রে তৈরিকৃত ট্রাভেল ব্যাগ বিক্রয়ের জন্য

চিত্রে ট্রাভেল ব্যাগ তৈরি করছেন প্রশিক্ষিত সদস্যরা।

১২.০৬। প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রঃ কেন্দ্রটি রংপুর শহরে একটি ভাড়া বাড়িতে পরিচালিত হচ্ছে। এটিতে একজন ম্যানেজার, দুই জন সেল প্রমোটর এরং একজন এমএলএসএস কাজ করছেন । প্রদর্শনী কেন্দ্রের আয় থেকে তাদের বেতন নির্বাহ হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগীদের ঋণ সহায়তা দিয়ে উৎপাদন , উপকরণ, যোগান ও বিপণন কাজে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। তবে বিক্রয় কেন্দ্রের বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় খুব কম সংখ্যক উপকারভোগী তাঁদের উৎপাদন উপকরণ প্রদর্শনী কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শনীতে সরবরাহ করে থাকেন। প্রদর্শনী কেন্দ্রের টার্নওভারও সন্তোষজনক নয়। উৎপাদকদের উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচের সাথে ২০% যোগ করে পণ্যের ক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এরপর যা অতিরিক্ত বিক্রয় করা হয় তা কেন্দ্রের মুনাফা। যেহেতু, অনেকে তাঁদের সাংসারিক কাজের ফাঁকে শ্রম দিয়ে থাকেন, দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রম ঘন্টার হিসাব সাধারণত: উৎপাদকেরা করতে পারেন না। ফলে, তাঁরা অস্পষ্টতা ও অসন্তুষ্টির ভিতর থাকেন।

পর্যবেক্ষণঃ সার্বিক পর্যালোচনায় মনে হয়েছে যদি প্রদর্শনী কেন্দ্রকে সমবায় ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয় এবং প্রত্যেক উপকারভোগী উদ্যোক্তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিক্রয় ও প্রদর্শনী সমবায় কেন্দ্রের সদস্য হন, তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ভিত্তিতে শেয়ার নির্ধারিত হলে এবং কেন্দ্রের পরিচালনা বাবদ ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ বছর ভিত্তিক সদস্যদের মধ্যে বন্টিত হলে সদস্যদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে এবং কেন্দ্রটি তাঁদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে পারে। ভবিষ্যতে এ মিথস্ক্রিয়া থেকে ব্যবসায় উন্নয়ন এবং নতুন ব্যবসা ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। উৎপাদনের উপকরণের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাদের কাছ থেকে কবে কতটুকু

পণ্য কত দামে ক্রয় করা হয়েছে বিক্রেতার নাম ও ফোন নম্বর সহ সকল কারবার স্পষ্ট ও জবাবদিহিমূলক করার যাবতীয় ব্যবস্থা বিক্রয় ও প্রদর্শনী সমন্বয় কেন্দ্রে থাকলে এটিকে তাঁদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারবে এবং এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সদস্যরা লাভবান হবে বলে মনে হয়। এটি সফল হলে একইভাবে পরবর্তীতে বিভিন্ন জেলা ভিত্তিক বিক্রয় ও প্রদর্শনী সমবায় কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। বিক্রয় প্রদর্শনী কেন্দ্রের বর্তমানে ম্যানেজার এর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবিএ (মার্কেটিং) এবং মূল বেতন ৮০০০.০০ (আট হাজার) টাকা (গ্রেড-১০); সাকুল্য বেতন ১২৩০০.০০ (বার হাজার তিনশত) টাকা, যা অর্থ বিভাগের দ্বারা নির্ধারিত। এ বেতন ও শিক্ষাগত যোগ্যতার একজন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য পাওয়া কঠিন। কেউ যোগ দিলেও সাময়িক নিয়োগ নেন কিন্তু অন্যত্র কাজ পাওয়ার জন্য চেষ্টায় থাকেন মর্মে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। ফলে যে পরিমাণ সময়, শ্রম, মেধা ও আন্তরিকতা বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্রে দেয়ার কথা তা এ ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ম্যানেজার এর কাছ থেকে পাওয়ার কথা নয় এবং বর্তমান ম্যানেজার এর ক্ষেত্রে একই বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়েছে। পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ করা হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে হলেও উপযুক্ত দক্ষতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এ পদে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।

১৪। সমস্যা : প্রকল্প বাস্তবায়নে তেমন কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রকল্প পর্যালোচনা চলাকালে যে সকল পর্যবেক্ষণ এসেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

১৫। মন্তব্যঃ বাস্তবায়িত প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অনেকখানি অর্জিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রের কথা বিবেচনা করে প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে নিম্নের সুপারিশ সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৬। সুপারিশঃ

ক) পরবর্তী পর্যায়ে এ প্রকৃতির নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে এর Sustainability পরিষ্কারভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে;

খ) গ্রাম ভিত্তিক নির্দিষ্ট ট্রেডের প্রশিক্ষণদল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করলে উপকারভোগী উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রয়াস সম্ভব হবে এবং Backward- Forward linkage প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে;

গ) প্রকল্পের প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রকে প্রতিবেদনের ১২.০১ এবং ১২.০৬ এর পর্যবেক্ষণের আলোকে স্থায়ীরূপ দেয়া যায় এবং পরবর্তীতে একই আদলে আরো আঞ্চলিক বিক্রয় কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে;

ঘ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে সফলতার ভিত্তিতে গ্রেডিং করে রিফ্রেশার্স কোর্সের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ) শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী, আন্তরিক ও প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণকালীন বা শেষে incentive এর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। এ inactive প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০% হতে পারে;

চ) যেহেতু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দল/সমিতি/ ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোক্তা তৈরি করা হয় তাই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে নৈতিকতা শিক্ষার অধ্যায় যুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা, পরার্থপরতা, ধৈর্য-সহিষ্ণুতার গুণাবলি বৃদ্ধি পায়;

ছ) প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে হিসাব রক্ষণ, ব্যবসা কৌশল এবং লিডারশিপ বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা সমীচীন হবে;

জ) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন;

ঝ) প্রকল্প চলাকালীন এবং এর পূর্ববর্তী প্রকল্পে প্রশিক্ষণলব্ধ উদ্যোক্তাদের সফলতার ভিত্তিতে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও ঋণগ্রহীতাকে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মনিটর করার জন্য সফট্ওয়ার তৈরি করা যেতে পারে;

ঞ) প্রথম পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও ঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে যাঁরা সফল হতে পারেননি তার কারণ বের করে পরবর্তী পর্যায়ে তা কাজে লাগানো যেতে পারে;

ট) উন্নত ও যথার্থ ডিজাইন এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিজাইনার নিয়োগ করা যেতে পারে এবং চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ডিজাইন সংগ্রহ করা যেতে পারে;

ঠ) প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্রের ম্যানেজার এর বেতন কাঠামো বৃদ্ধি অথবা শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করে হলেও উপযুক্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরবর্তী প্রকল্পের নিয়োগ দেয়া সমীচীন হবে।